ফয়যানে মদীনা







প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা

- তাকওয়ায় সহযোগিতা
- আখেরী নবী মুহাম্মদে আরবীর صلى الله عليه وآله وسلم কুরবানীর ধরন
- হাড়ের উপর মুস্তফার হাত
- হযরত ওসমান গণী رضي الله عنه এর ১০টি গুণাবলী
- হযরত আব্দুল্লাহ বিন সায়েব رضي الله عنهما
- মেয়েদের মাঝে প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রশিক্ষণ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

ফয়যানে মদীনা

মে হওহও

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী



দেখতে থাকুন

কুরআনী শিক্ষা



তাকওয়ায় সহযোগিতা

মাওলানা আবুন নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

কুরআনুল করীম "البر" এবং "التقوىٰ"য় পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষা দিয়েছে। "البر" অর্থাৎ কল্যাণের কুরআনী অর্থ গত সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, আসুন এখন "التقوىٰ" সম্পর্কে কুরআনী বর্ণনা লক্ষ্য করি:

তাকওয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

"التقوىٰ" শব্দটি আরবি ভাষার মূল ধাতু "وق" থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো বাঁচানো এবং হেফাজত করা। পরিভাষায় তাকওয়ার অর্থ হলো: আল্লাহ পাক যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা সম্পন্ন করে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা না করে নিজেকে তাঁর আযাব থেকে বাঁচানো। (দলীলুল ফালিহীন, ২/২৪, ২৩৬ নং হাদীসের পাদটীকা)

কুরআনুল করীমে তাকওয়া এবং এর শব্দমূল থেকে উদ্ভূত শব্দসমূহ প্রায় ২০০ এরও বেশি স্থানে এসেছে। এটি ইসলামের মৌলিক নীতি। আল্লাহ পাক সমস্ত আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام কে তাকওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন এবং এটি সমস্ত শরীয়তের অভিন্ন মূলনীতি। যেহেতু আল্লাহ পাক ঈমানদারদের নির্দেশ দিয়েছেন যে "তাকওয়ায়" একে অপরের সাথী হতে, তাই আমাদের জন্য এটি জানা জরুরী যে, তাকওয়ায় কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?

তাকওয়া হলো নামায, রোযা এবং ইবাদতসহ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যাতে প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়। কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াতে তাকওয়ার প্রয়োগ অনেক আমল ও গুণের উপর হয়েছে। যেমনটি:

(১) আকিদার সঠিকতা হলো "তাকওয়া":

সূরা বাকারার প্রারম্ভিক আয়াতগুলোতে "তাকওয়া"র প্রয়োগ আকিদার সঠিকতার উপর হয়েছে, যাকে আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সে-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (কুরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্রে নয়। তাতে হেদায়েত রয়েছে খোদাভীতি সম্পন্নদের জন্য, তারাই যারা না দেখে ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে- এবং তারাই, যারা ঈমান আনে এর উপর যা, হে

মাহবূব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (পারা: ১, সূরা বাকারা: ২-৪)

তাকওয়ার সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো আকিদা। যখন আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করলেন, তখন সবার আগে "অদৃশ্যের উপর ঈমান"-এর কথা উল্লেখ করলেন। অদৃশ্য হলো ঐসব হাকীকত, যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতাগণ, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং আখিরাতের অবস্থা, এ সবের উপর দৃঢ় ঈমান রাখা তাকওয়ার প্রথম শর্ত। আরও এই যে, আয়াতে সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমানের কথাও উল্লেখ আছে, অর্থাৎ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং কুরআন সবগুলোর উপর ঈমান আনা জরুরী।

(২) ইবাদত, নামায, রোযা এবং যাকাত আদায় করা "তাকওয়া":

তাকওয়ার প্রয়োগ ইবাদতের উপরও হয়। সূরা বাকারায় আল্লাহ পাক পুরো মানবজাতিকে সম্বোধন করেছেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۲۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানবকুল! (তোমরা) স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন; এ আশা করে যে, তোমাদের পরহেয্গারী অর্জিত হবে। (পারা: ১, সূরা বাকারা: ২১)

সূরা বাকারার শুরুতেই রয়েছে:

الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যারা না দেখে ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে। (পারা: ১, সূরা বাকারা: ৩)

রোযা সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেযগারীতা অর্জিত হয়।

(পারা: ২, সূরা বাকারা: ১৮৩)

ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। ইবাদত আল্লাহর দাসত্বের নাম এবং দাসত্বের অর্থ হলো; মানুষ নিজের সমস্ত ইচ্ছা, সংকল্প এবং কাজকে আল্লাহর মর্জির অনুগত করে নেবে। এটিই তাকওয়ার সারবস্তু। ইসলামে ইবাদত শুধু নামায, রোযা এবং হজ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইবাদতের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, তাওবা, ইস্তিগফার, আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা, মিসকীনের সাহায্য, মা-বাবার খিদমত, এই সবই ইবাদত যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তখন এই সবই তাকওয়ায় পরিণত হয়। ইবাদত এবং তাকওয়ার এই সম্পর্ক বুঝলে মানুষের পুরো জীবন ইবাদত হয়ে যায়।

(৩) ঈমানের উপর অবিচলতা তাকওয়া:

ঈমান আনা তাকওয়া, ইবাদতসমূহ তাকওয়া, একইভাবে ঈমানের উপর কায়েম থাকাও তাকওয়া:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনো মৃত্যু বরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান (হয়ে)। (পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান: ১০২)

ঈমানের উপর অবিচলতা তাকওয়ার ঐ দিক, যা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সময় প্রকাশ পায়। যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ঈমানকে প্রলুব্ধ করে, যখন গুনাহের পথ সহজ মনে হয়, যখন সঙ্গী, বন্ধু বা সমাজ মন্দের দিকে ডাকে, এই সমস্ত পরিস্থিতিতে অটল থাকা, ঈমানের উপর কায়েম থাকা এবং ইসলামকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা এবং পরিশেষে ঈমানের উপরই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া, এটিই প্রকৃত তাকওয়া।

(৪) আম্বিয়াগণের আনুগত্য তাকওয়া:

আম্বিয়াগণের আনুগত্য ব্যতীত তাকওয়ার অর্থ অসম্পূর্ণ, কারণ আম্বিয়া কেরামই ঐ সত্তা, যারা খোদায়ী বিধান পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআনুল করীমে অনেক নবী নিজ সম্প্রদায়কে তাঁদের আনুগত্য এবং তাকওয়ার নির্দেশ একসাথে উল্লেখ করেছেন। যেমন; সূরা শুআরায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ভঙ্গি রয়েছে; হযরত নূহ, হযরত হুদ, হযরত সালেহ, হযরত লূত এবং হযরত শুআইব عَلَيْهِمُ السَّلَام, এই পাঁচজন নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে প্রায় একই শব্দে ডেকেছেন: ﴿اَلَا تَتَّقُوْنَ﴾ তোমরা কি ভয় করো না? ﴿اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ﴾ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত আমানতদার রাসূল। ﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ﴾ সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। একইভাবে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর সম্প্রদায়কে ﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ﴾ বলেছেন।

আজ আমাদের জন্য রাসূলের আনুগত্য অর্থ হলো; আমরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মুবারককে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করি, তাঁর বাণীসমূহকে অন্তর থেকে মান্য করি এবং নিজেদের ইচ্ছাকে সুন্নাতের অনুগত করি। যে ব্যক্তি সুন্নাতে নববী থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকওয়ার দাবি করে, সে ধোঁকায় রয়েছে।

(৫) আল্লাহর পথে ব্যয় এবং ধৈর্য তাকওয়া:

আল্লাহর পথে ব্যয় এবং ধৈর্যকেও মুত্তাকীদের গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলোও তাকওয়া। সূরা বাকারার আয়াতে بر বির-এ আল্লাহ পাক নেকী এবং তাকওয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা ইরশাদ করেছেন। এই আয়াতে অনেক আমলের পাশাপাশি আল্লাহর পথে ব্যয় করা এবং প্রতিটি অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাকে মুত্তাকীদের গুণ জানানো হয়েছে:

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِی الْقُرْبٰى وَالْیَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ ۙ وَالسَّآىٕلِیْنَ وَ فِی الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِیْنَ فِی الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِیْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং আল্লাহর প্রেমে আপন প্রিয় সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, মিসকীনগণ, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে আর গর্দানসমূহ মুক্তকরণে; এবং নামায কায়েম রাখবে ও যাকাত প্রদান করবে। আর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণকারীরা যখন প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ধৈর্যধারণকারীরা বিপদে, সংকটে এবং জিহাদের সময়। এরাই হচ্ছে- ঐসব লোক, যারা আপন কথা সত্য প্রমাণ করেছে এবং এরাই হচ্ছে খোদাভীরু। (পারা: ২, সূরা বাকারা: ১৭৭)

(৬) ন্যায়বিচার হলো তাকওয়াঃ

ইসলামী শিক্ষায় ন্যায়বিচারের গুরুত্ব এতটাই মৌলিক যে, আল্লাহ পাক একে তাকওয়ার নিকটবর্তী আমল হিসেবে ঘোষণা করেছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আদেশের উপর খুব অটল হয়ে যাও ন্যায়ের সাক্ষ্য দিতে, তোমাদেরকে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন এর প্রতি প্ররোচিত না করে যে, সুবিচার করবে না। সুবিচার করো। তা আত্মসংযমের অতি নিকটতর। (পারা: ৬, সূরা মায়িদা: ৮)

এটি খুবই চিন্তার বিষয় যে, কুরআন যখন ন্যায়বিচারকে তাকওয়ার নিকটবর্তী আমল বলছে, তবে এর অর্থ হলো অন্যায় এবং অবিচার তাকওয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মতো কাজ। আয়াতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শত্রুর সাথেও ন্যায় বিচার করা জরুরী। কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর শত্রুতা যেন ন্যায় বিচার ত্যাগে প্ররোচিত না করে।

(৭) আল্লাহর সীমা মেনে চলা তাকওয়াঃ

আল্লাহ পাক হালাল ও হারামের যেসব সীমানা ইরশাদ করেছেন সেগুলো মেনে চলাও তাকওয়া:

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, সেগুলোর নিকটে যেওনা। আল্লাহ এভাবেই বর্ণনা করেন লোকদের জন্য আপন নিদর্শনগুলো, যাতে তাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়। (পারা: ২, সূরা বাকারা: ১৮৭)

আল্লাহ পাক মানব জীবনের জন্য কিছু সীমানা নির্ধারণ করেছেন যেগুলোকে "হুদুদুল্লাহ" বলা হয়। এই সীমানাগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ, যেমন; একজন স্নেহময় পিতা-মাতা সন্তানকে ক্ষতিকর জিনিস থেকে বিরত রাখেন, তেমনি আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের জন্য এমন কিছু সীমানা নির্ধারণ করেছেন, যা তাদের দুনিয়াবী ও পরকালীন ক্ষতি থেকে হেফাজত করে। মদ, যেনা, সুদ, জুয়া, গীবত, চুরি, এগুলো সবই আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ যার নিকট যাওয়াও তাকওয়ার পরিপন্থী।

আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: ﴿فَلَا تَقْرَبُوْهَا﴾ সেগুলোর নিকটে যেওনা। এটি বলেননি যে, এগুলো করো না, বরং বললেন যে, সেগুলোর নিকটে যেওনা। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। তাকওয়া শুধু গুনাহ থেকে বাঁচার নাম নয় বরং গুনাহের পথ, গুনাহের সুযোগ এবং

গুনাহের উদ্দীপক বিষয়গুলো থেকেও বেঁচে থাকার নাম। যে ব্যক্তি মদ পান করে না কিন্তু মদ্যপায়ীদের মজলিশে বসে, সে সীমানার কাছে রয়েছে। যে যেনা করে না কিন্তু অশ্লীল স্থানে যায়, সে সীমানার কাছে। মুত্তাকী সেই, যে সীমানা থেকে দূরে পালায়, সীমানার বর্ডারে খেলা করে না।

(৮) অঙ্গীকার পূরণ করা তাকওয়াঃ

কুরআনুল করীম অঙ্গীকার পূরণ করাকে তাকওয়ার সাথে যুক্ত করেছে এবং একে আল্লাহর ভালবাসার মাধ্যম হিসেবে জানিয়েছেঃ

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ ﴿۷۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হ্যাঁ, কেন নয়, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করেছে এবং নিশ্চয় খোদাভীরুরা আল্লাহর পছন্দনীয়। (পারাঃ ৩, সূরা আলে ইমরানঃ ৭৬)

মনে রাখবেন! সমাজের নৈতিক ভিত্তি ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন কোনো ব্যক্তি ওয়াদা পূরণ করে তখন সে মূলত নিজের মুখের কথার পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করে, নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করে এবং অন্যের হক আদায় করে আর এই সবই তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। আর যে ওয়াদা ভঙ্গ করে, সে শুধু বেইমানীই করে না বরং তাকওয়াও হারিয়ে ফেলে।

তাকওয়াই হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাঃ

কুরআনুল করীমের উপরোক্ত আয়াতসমূহ অধ্যয়ন আমাদের এই মহান শিক্ষা দেয় যে, তাকওয়া কোনো সীমাবদ্ধ বা আংশিক কাজ নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বব্যাপী এবং ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা। তাকওয়া আকিদাতেও আছে এবং আমলেও আছে, ইবাদতেও আছে এবং কার্যাবলীতেও আছে, আচরণেও আছে এবং সমাজেও আছে।

প্রকৃত মুত্তাকী সেই, যার আকিদা সঠিক, যার নামায, রোযা এবং যাকাত যথাসময়ে এবং পূর্ণ পদ্ধতিতে আদায় হয়, যে প্রতিটি অবস্থায় ঈমানের উপর স্থির থাকে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্ণ আনুগত্য করে, ধৈর্য ও অবিচলতার মূর্ত প্রতীক হয়, প্রতিটি সিদ্ধান্তে ন্যায়বিচারকে আঁকড়ে ধরে, প্রতিটি কদমে আল্লাহর বন্দেগীকে স্মরণ রাখে, হুদুদুল্লাহর পূর্ণ অনুসারী হয় এবং নিজের ওয়াদা ও অঙ্গীকারের অনুগত হয়। এই সব মিলে তাকওয়া গঠিত হয় এবং তাকওয়া দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে সফলতার গ্যারান্টি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। (পারাঃ ২৬, সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সম্মানের মানদণ্ড বংশ, বর্ণ, ভাষা, সম্পদ বা পদমর্যাদা নয় বরং তাকওয়া। অতএব আমরা যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানিত হতে চাই এবং প্রতিটি মুমিনের এটাই আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত, তবে আমাদের তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে হবে এবং তাকওয়ার সমস্ত দিককে নিজেদের জীবনে ধারণ করতে হবে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাকওয়া অবলম্বন করার তাওফীক দান করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হাদীসে রাসূলের ব্যাখ্যা

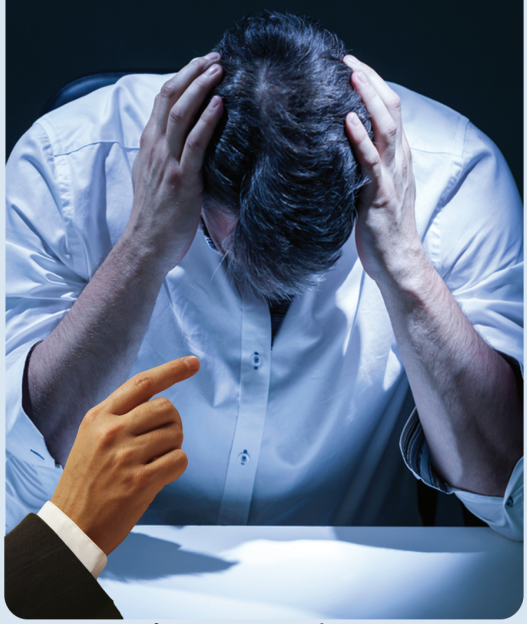

(Slander) অপবাদ

মাওলানা আবু রজব মুহাম্মদ আসিফ আত্তারী মাদানী

কোনো মুসলমানের মন্দ কাজ ও গুনাহে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে খারাপ কিন্তু কারো উপর গুনাহ ও মন্দের মিথ্যা অপবাদ লাগানো তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ। আমাদের সমাজে যে মন্দ বিষয়গুলো ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে তার মধ্যে একটি হলো মিথ্যা অপবাদ দেয়া। মুসলিম শরীফে রয়েছে:

عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: ذِکْرُکَ اَخَاکَ بِمَا یَکْرَهُ قِیلَ اَفَرَاَیْتَ اِنْ کَانَ فِی اَخِی مَا اَقُولُ؟ قَالَ: اِنْ کَانَ فِیهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَاِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

অনুবাদ: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো গীবত কী? আরয করা হলো: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিক জানেন। ইরশাদ করলেন: তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। আরয করা হলো: যদি ঐ বিষয়টি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে? ইরশাদ করলেন: তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবেই তুমি তার গীবত করলে আর যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার উপর অপবাদ দিলে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৭১, হাদীস: ৬৫৯৩)

হাদীস পাকের ব্যাখ্যা

এই মহান বাণী অত্যন্ত বিশদ। যখন প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করল যে, যেই দোষ আমি বর্ণনা করছি তা যদি তার মধ্যে থাকে তবুও কি গীবত হবে? এর উত্তরে হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি যা বর্ণনা করছ, তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তবেই তা গীবত আর যদি ঐ বিষয়টি তার মধ্যে না থাকে, যা তুমি বললে তবে তো তুমি তার উপর অপবাদ লাগিয়ে দিলে।

এই মহান বাণীর চমৎকারিত্ব সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْه লিখছেন: سُبْحٰنَ اللّٰه! কী চমৎকার উত্তর

যে, গীবত বলা হয় সত্য দোষ বর্ণনা করাকে আর অপবাদ বলা হয় মিথ্যা দোষ বর্ণনা করাকে। গীবত সত্য হয়েও হারাম; অধিকাংশ গালি সত্য হয়েও তা অশ্লীলতা ও হারাম; প্রতিটি সত্য হালাল হয় না। সারকথা হলো গীবত একটি গুনাহ, অপবাদ দুটি গুনাহ।

(দেখুন: মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪৫৬)

অপবাদের সংজ্ঞা এবং শরয়ী হুকুম

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অপবাদের সংজ্ঞা এই শব্দ সহকারে দিয়েছেন: وَهُوَ كَذِبٌ عَظِيمٌ يُبْهَتُ فِيهِ مَنْ يُقَالُ فِي حَقِّهِ بهتان অপবাদ এমন এক বড় মিথ্যা, যা শুনে মানুষ অবাক হয়ে যায়।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৭২, ৪৮২৯ নং হাদীসের পাদটীকা)

আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখছেন: কোনো মুসলমানকে অপবাদ দেয়া অকাট্য হারাম, বিশেষ করে مَعَاذَ الله যদি যেনার অপবাদ হয়।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৬)

অপবাদের ৫টি শাস্তি

(১) সূরা নিসায় রয়েছে:

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি কোন দোষ কিংবা পাপ উপার্জন করেছে, অতঃপর সেটা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করেছে, সে অবশ্যই অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ্ বহন করেছে।

(পারা: ৫, সূরা নিসা: ১১২)

(২) নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের এমন মন্দ বিষয়ের আলোচনা করবে, যা তার মধ্যে নেই, তবে আল্লাহ পাক তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত 'রাদগাতুল খাবাল'-এ রাখবেন, যতক্ষণ না সে নিজের বলা কথা থেকে ফিরে আসে। (আবু দাউদ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪২৭, হাদীস: ৩৫৯৭)। 'রাদগাতুল খাবাল' জাহান্নামের একটি জায়গা, যেখানে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ জমা হবে। (দেখুন: মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩১৩)

(৩) মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারীদের পরিণাম সম্পর্কে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে দেখা অনেক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে এটিও ইরশাদ করেন: কিছু মানুষকে জিহ্বার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জানালেন যে, এরা মানুষের উপর বিনা কারণে গুনাহের অপবাদ প্রদানকারী। (শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা: ১৮৩)

(৪) নবীদের সর্দার, মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: আমাদের মধ্যে নিঃস্ব (অর্থাৎ গরীব মিসকীন) সেই, যার কাছে না দিরহাম আছে না কোনো সম্পদ। ইরশাদ করলেন: আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে কিন্তু সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুকের উপর অপবাদ লাগিয়েছে, অমুকের সম্পদ খেয়েছে, অমুকের রক্ত ঝরিয়েছে

এবং অমুককে মেরেছে। সুতরাং তার নেক কাজ থেকে এদের সবাইকে তাদের অংশ দিয়ে দেওয়া হবে। যদি তার যিম্মায় থাকা পাওনা হক পূর্ণ হওয়ার আগেই তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে মানুষের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৬৯, হাদীস: ৬৫৭৯)

(৫) কোনো মহিলার উপর অপকর্মের মিথ্যা অপবাদ লাগানো অনেক বেশি ভয়ংকর কিন্তু কিছু বেপরোয়া (Bold) লোক এমনটি করে এবং এতটুকুও ভাবে না যে, ঐ নারী এবং তার পরিবারের উপর দিয়ে কী যাবে! যে ব্যক্তি কোনো নারীর উপর যেনার অপবাদ লাগাবে এবং চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে পারবে না, তবে তার শরয়ী সাজা হলো 'হাদ্দে ক্বাযফ' অর্থাৎ সুলতানে ইসলাম বা শরয়ী কাজীর হুকুমে তাকে ৮০ বার চাবুক মারা হবে। এর পরকালীন ক্ষতিও শুনে নিন, যেমনটি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ অর্থাৎ কোনো সত্বী নারীর উপর যেনার অপবাদ লাগানো, একশ বছরের নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়। (আল মু'জামুল কবীর, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬৮, হাদীস: ৩০২৩)। ফয়যুল ক্বদীরে রয়েছে: অর্থাৎ যদি তর্কের খাতিরে ঐ ব্যক্তি একশ বছর জীবিত থেকে ইবাদত করে তবুও এই অপবাদ তার ঐ আমলসমূহ নষ্ট করে দেবে।

(ফয়যুল ক্বদীর, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬০১, ২৩৪০নং হাদীসের পাদটীকা)

অপবাদের ৪টি ঘটনা

(১) বুযুর্গের উপর চুরির অপবাদ লাগিয়ে দিলো:

মক্কা মুকাররমায় এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর পাশে এক ব্যক্তি ঘুমানো ছিল, যার কাছে মুদ্রার একটি থলি ছিল। যখন সে জাগ্রত হলো থলেটি অদৃশ্য ছিল। সে ঐ বুযুর্গের উপর চুরির অপবাদ দিল। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার থলেতে কতগুলো মুদ্রা ছিল? সে মুদ্রার সংখ্যা বললে বুযুর্গ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং মুদ্রাগুলো তার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। পরে সে জানতে পারল যে, তার বন্ধুরা মজা করার জন্য মুদ্রাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। ঐ ব্যক্তি বন্ধুদের সাথে নিয়ে বুযুর্গের খেদমতে হাজির হলো এবং মুদ্রাগুলো ফেরত দিতে চাইল কিন্তু তিনি নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন: এগুলো রেখে দাও! এগুলো তোমার জন্য হালাল কারণ আমরা যে মাল আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিই তা আর ফেরত নিই না। যখন লোকদের জোড়াজুড়ি বেড়ে গেল তখন বুযুর্গ নিজের ছেলেকে ডাকলেন এবং থলের মধ্যে থাকা সমস্ত মুদ্রা বন্টন করিয়ে দিলেন।

(ইহইয়াউল উলূম, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৪৯)

(২) গভর্নরের উপর অপবাদ লাগানোর পরিণাম:

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপর এক ব্যক্তি তিনটি মিথ্যা অপবাদ দিল: (১) তিনি ইসলামী বাহিনীর সাথে জিহাদে অংশ নেন না (২) গনীমতের মাল সমানভাবে বন্টন করেন না (৩) বিচারকার্যে ন্যায়বিচার করেন না। তা শুনে হযরত সায়্যিদুনা

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: শোনো! আল্লাহর শপথ! আমি এর বিরুদ্ধে তিনটি দোয়া করছি: ইয়া আল্লাহ! যদি তোমার এই বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোকদেখানো এবং শোনানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তবে (১) তার হায়াত দীর্ঘ করে দাও (২) তার দরিদ্র্যতা বৃদ্ধি করে দাও এবং (৩) তাকে ফিতনায় লিপ্ত করো। যখন কেউ তাকে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করত, সে বলত: আমি কী বলব? আমি ঐ বৃদ্ধ, যে ফিতনায় লিপ্ত কারণ আমার উপর হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বদদোয়া লেগে গেছে। হযরত আব্দুল মালিক বিন উমাইর তাবেয়ী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বর্ণনা: এই দোয়ার প্রভাব আমি এমন দেখেছি যে, 'আবু সা'দাহ' নামক ঐ ব্যক্তি এতটাই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, বার্ধক্যের কারণে তার দুই ভ্রু চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে চরম দরিদ্রতা ও অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করত এবং এই বার্ধক্য অবস্থায়ও সে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যুবতীদের উত্যক্ত করত এবং তাদের গায়ে চিমটি কাটত। (বুখারী, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৬৬, হাদীস: ৭৫৫)

এই ঘটনা থেকে মানুষের উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানোয় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা অর্জন করা উচিত, যারা সুযোগ বুঝে অন্যদের উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো শুরু করে দেয়, না তার পদের খেয়াল রাখে, না মর্যাদার চিন্তা। হয়তো এমন লোকদের মন ও মননে একটি বিষয়ই গেঁথে থাকে যে, "আমদের মুখেও জিহ্বা আছে"; তাদের ভয় পাওয়া উচিত যে, আমাদের সাথেও এমন কর্মফল হতে পারে যেমনটি এই বৃদ্ধের সাথে হয়েছিল।

(৩) তুমি আমার কাছে তিনটি মন্দের সংবাদ নিয়ে আসলে:

এক ব্যক্তি কোনো বুযুর্গ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে তাঁর বন্ধুর সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক (Negative) কথা শোনাল। এতে তিনি বললেন: আফসোস! তুমি আমার কাছে তিনটি মন্দ সংবাদ নিয়ে আসলে: (১) আমাকে আমার ইসলামী ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা তৈরি করালে (২) এই কারণে আমার মনকে (উদ্বেগ ও কুমন্ত্রণায়) লিপ্ত করলে এবং (৩) নিজের বিশ্বস্ত নফসের উপর অপবাদ লাগালে। (অর্থাৎ আমি তোমাকে আমানতদার মনে করতাম, কিন্তু তুমি তো পেট পাতলা হয়ে গেলে!)

(ইহইয়াউল উলূম, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৯৩)

(৪) মেয়েটি গলায় ফাঁস নিল:

শত্রুতা, হিংসা, পথ থেকে সরানোর চেষ্টা, প্রতিশোধ নেওয়া, সস্তা খ্যাতি পাওয়ার মোহে মগ্ন হয়ে অপবাদ প্রদানকারীরা তো অপবাদ দেওয়ার পর নিজেদের পথে চলে যায় কিন্তু যার উপর মিথ্যা অপবাদ লাগে, সে বাকি জীবন লাঞ্ছনা ও দূর্নামের সম্মুখীন হতে থাকে এবং অনেক সময় এই মিথ্যা অপবাদ ভুল বুঝাবুঝিতেও লাগিয়ে দেয়। জলন্ধরে দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রী স্কুলে আত্মহত্যা করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী এক শিক্ষক তার উপর টাকা চুরির অপবাদ দিয়েছিল, যার পর সে চরম মানসিক চাপে পড়ে যায়। পরে জানা

যায়; অপবাদটি ভুল ছিল কিন্তু তার আগেই ছাত্রীটি স্কুলের একটি কামরায় নিজেকে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। (The times of india 3 march)

অপবাদের জায়গাগুলো থেকে বাঁচো

মুসলমানের এমন স্থান, অবস্থা এবং কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যেখানে তার উপর অপবাদ বা কুধারণা হতে পারে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত সাফিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সাথে যাচ্ছিলেন, তখন দুইজন সাহাবী পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যাখ্যা প্রদান করলেন যে, ইনি আমার স্ত্রী সাফিয়া, যাতে কেউ ভুল ধারণা না করে:

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. وَاِنِّي خَشِيتُ اَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا

অনুবাদ: নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের ভেতরে এমনভাবে চলাচল করে, যেমন রক্ত চলাচল করে, আর আমার আশঙ্কা হলো; সে তোমাদের দুইজনের অন্তরে কোনো কুমন্ত্রণা না দিয়ে দেয়।

(দেখুন: বুখারী, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৬৮, হাদীস: ২০২৩)

অপবাদ থেকে তাওবা জরুরী

সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অপবাদ দেয়া অবস্থায় তাওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া জরুরী বরং যাদের সামনে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে গিয়ে এটি বলা আবশ্যক যে, আমি মিথ্যা বলেছিলাম, যা অমুকের উপর আমি অপবাদ দিয়েছিলাম।

(বাহারে শরীয়ত, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫৩৮)

হাসদ, ওয়াদা খেলাফি, ঝুট, চুগলি, গীবত ও তুহমত
মুঝে ইন সব গুনাহো সে হো নফরত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩৩২)

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে অরনা সাজা হোগি কড়ি

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৭১২)

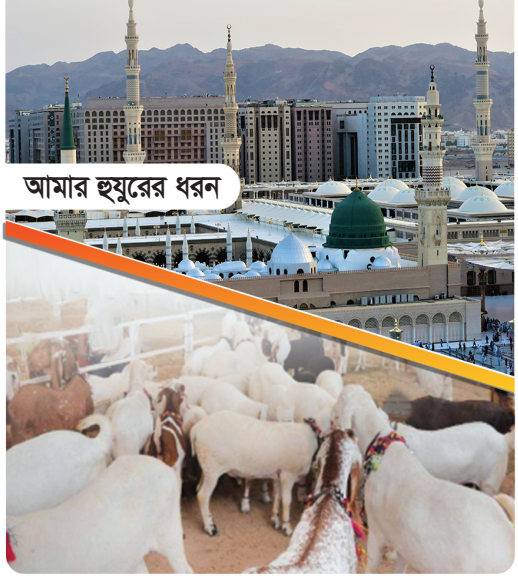

আখেরী নবী মুহাম্মদে আরাবীর ﷺ কুরবানীর ধরন

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

কাজ (Action) এর প্রভাব শব্দের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়। ভালো কথা তো বলে দেওয়া হয়, কেবল সেগুলোর উপর আমল করা বাকি থাকে; আর যখন 'বলা কথাকে' 'কাজে' পরিণত করা হয়, তখন সমাজে এক নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই পয়েন্টটি মাথায় রেখে মোস্তফার জীবনীকে চোখের সামনে নিয়ে আসুন, আপনি হাদীস শরীফে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমলে অনেক দৃশ্য পূর্ণ দীপ্তি ও উজ্জ্বলতার সাথে দেখতে পাবেন। এরই মধ্যে একটি দৃশ্য রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কুরবানীর ধরন। আসুন! এটি লক্ষ্য করি:

কুরবানীর দিনের গুরুত্ব:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক দিনের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন:

اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মহান দিন কুরবানীর দিন (অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ), অতঃপর তার পরের দিন (অর্থাৎ ১১ই যিলহজ্জ)।

(আবু দাউদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১১, হাদীস: ১৭৬৫)

কুরবানী করার গুরুত্ব:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরবানীর গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(১) কুরবানী দাতাকে কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী দেওয়া হয়। (তিরমিযী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬২, হাদীস: ১৪৯৮)

(২) যে ব্যক্তি খুশিমনে সাওয়াবের প্রত্যাশী হয়ে কুরবানী করল, তা জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক (অর্থাৎ আড়াল) হয়ে যাবে।

(আল মু'জামুল কবীর, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৮৪, হাদীস: ২৭৩৬)

(৩) যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছে না আসে।

(ইবনে মাজাহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫২৯, হাদীস: ৩১২৩)

কুরবানী কী?

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কী? ইরশাদ করলেন: তোমাদের পিতা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে আমাদের জন্য কী সাওয়াব

রয়েছে? ইরশাদ করলেন: প্রতিটি লোমের বিনিময়ে একটি নেকী। আরয করা হলো: আর উলের ক্ষেত্রে? ইরশাদ করলেন: এর প্রতিটি লোমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫৩১, হাদীস: ৩১২৭)

কুরবানী ঈদের নামাযের পর করা:

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরবানীর ঈদের দিন নামায পড়লেন, অতঃপর খুতবা দিলেন, এরপর কুরবানী করলেন এবং ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি নামাযের আগে কুরবানী করে ফেলেছে, সে যেন তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী করে, আর যে (নামাযের আগে) কুরবানী করেনি, সে যেন আল্লাহর নামে কুরবানী করে।

(বুখারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৮, হাদীস: ৯৮৫)

হযরত বারাআ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আজ আমরা সবার আগে যে কাজটি করব, তা হলো নামায পড়া, অতঃপর এরপর কুরবানী করব। যে এমনটি করল, সে আমাদের সুন্নাত (পদ্ধতি) প্রাপ্ত হলো, আর যে আগেই জবাই করে নিল, তা কেবল মাংসই পেল, যা সে আগেভাগেই নিজের পরিবারের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছে, কুরবানীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

(বুখারী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৫৭১, হাদীস: ৫৫৪৫)

কুরবানীর স্থান নির্বাচন:

হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈদগাহে জবাই ও নহর করতেন। (বুখারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৮, হাদীস: ৯৮২)

আল্লাহর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঈদগাহের কাছে কুরবানীর পশু জবাই বা নহর করার কারণ হলো যে, তিনি (কুরবানীর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার) সংবাদ দেওয়ার জন্য এমনটি করতেন যাতে মানুষ তাঁকে দেখে নিজেদের কুরবানী করা শুরু করে দেয়। (দেখুন: যিয়াউস সারী, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩৪৩) মনে রাখবেন যে, কুরবানী ইসলামের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, জনসমূক্ষে এর বহিঃপ্রকাশ উত্তম, যাতে মানুষ দেখে এবং কুরবানীর সুন্নাতের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। (ফয়যুল বারী, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৬) এছাড়া এটিও জরুরী যে, কুরবানীর সাথে সাথে পরিচ্ছন্নতারও পুরোপুরি গুরুত্ব দেওয়া উচিত যাতে সাধারণ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।

কুরবানী কীভাবে করলেন?

এই ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন:

(১) হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুটি চিত্র বিচিত্র শিং ওয়ালা দুম্বার কুরবানী করলেন যে, সেগুলোকে নিজ হাতে জবাই করলেন, বিসমিল্লাহ ও তাকবীর পাঠ করলেন। হযরত আনাস আরও বলেন: আমি তাঁকে ঐ দুম্বাগুলোর পাজরের উপর নিজের কদম রাখতে দেখেছি, তিনি বলছিলেন: بِسمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَر। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৮৩৭, হাদীস: ৫০৮৮)

(২) হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হুকুম দিলেন; যেন একটি শিংওয়ালা দুম্বা আনা হয়, যা কালোতে

হাঁটে, কালোতে বসে এবং কালোতে দেখে (অর্থাৎ যার পা কালো, পেট কালো এবং চোখ কালো)। তাঁর খেদমতে তা হাজির করা হলো, যাতে এর কুরবানী করেন। তিনি ইরশাদ করলেন: আয়েশা! ছুরি নিয়ে এসো। তারপর ইরশাদ করলেন: একে পাথরের উপর ধার করে নাও। আমি করলাম, তারপর তিনি ছুরি ধরলেন, দুম্বাটিকে শোয়ালেন এবং তাকে জবাই করলেন, তারপর বললেন:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُّحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ আল্লাহর নামে (শুরু), ইলাহী! একে মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করো। এরপর তা কুরবানী করলেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৮৩৭, হাদীস: ৫০৯১)

(৩) নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا কে ইরশাদ করলেন: হে ফাতিমা! নিজের কুরবানীর পশুর কাছে উপস্থিত থাকো, কারণ তোমার কুরবানীর রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়ার সাথে সাথেই তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(সুনানে কুবরা, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪৭৬, হাদীস: ১৯১৬১)

কুরবানীর সময়ের দোয়া:

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাই করার সময় পশুকে কিবলামুখী করে এই দোয়া পড়লেন:

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی مِلَّةِ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ. اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ. وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ. اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. عَنْ مُحَمَّدٍ وَّاُمَّتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ. وَاللّٰهُ اَكْبَر

অর্থাৎ আমি নিজেকে তাঁর দিকে নিবিষ্ট করলাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, দ্বীনে ইব্রাহীমের উপর রয়েছি, প্রতিটি ধর্মহীনতা থেকে আলাদা, মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, তাঁর কোনো শরীক নেই; আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। ইলাহী! এটি তোমারই তাওফীক থেকে, তোমারই দরবারে (এই কুরবানি পেশ করছি), মুহাম্মদে মুস্তফা (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে। (আবু দাউদ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২৬, হাদীস: ২৭৯৫)

কুরবানীর পশুর বণ্টন পদ্ধতি:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ছাগল বণ্টন করলেন, যাতে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের পক্ষ থেকে ছাগল কুরবানী করতে পারেন।

(দেখুন: মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৮৩৭, হাদীস: ৫০৮৫, ৫০৮৬)

আল্লাহ পাক যাদের ধন-সম্পদ দিয়েছেন তাঁরা যদি পশু কিনে গরীবদের মাঝে এভাবে বিলিয়ে দিতে শুরু করেন, তবে ঈদের আনন্দ খুব দ্রুত সমাজে ছড়িয়ে পড়বে এবং কুরবানীর নিদর্শন আরও প্রচলিত হবে।

উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুটি পশুর কুরবানী করলেন। একটি কুরবানী করে এই দোয়া করলেন:

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَّاَهْلِ بَيْتِهٖ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এটি তোমারই তাওফীক থেকে, তোমারই দরবারে (এই কুরবানী পেশ করছি), হে আল্লাহ! এটি মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে।

তারপর দ্বিতীয়টির কুরবানী করে এই দোয়া করলেন:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَمَّنْ وَّحَّدَكَ مِنْ اُمَّتِي

অর্থাৎ আল্লাহর নামে (শুরু), হে আল্লাহ! তোমারই তাওফীক থেকে, তোমারই দরবারে (এই কুরবানী পেশ করছি), হে আল্লাহ! এটি আমার উম্মতের মধ্য হতে ঐসব লোকদের পক্ষ থেকে যারা তোমাকে এক বলে মানে।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৩৩, হাদীস: ৩১০৬)

কুরবানী করার ওসিয়ত:

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা শেরে খোদা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুরবানীতে দুটি পশু জবাই করতেন। যখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন:

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِيْ اَنْ اُضَحِّيَ عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّيْ عَنْه

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ওসিয়ত করেছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকেও কুরবানী করি, এই জন্য আমি তাঁর (প্রিয় নবীর) পক্ষ থেকে কুরবানী করি।

(আবু দাউদ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২৪, হাদীস: ২৭৯০)

আল্লাহ পাক আমাদেরও কুরবানীর এই ধরনগুলো গ্রহণ করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم





শেষ নবীর অনন্য মুজিযা

হাড়ের উপর মুস্তফার হাত ﷺ

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

প্রিয় বাচ্চারা! আমাদের প্রিয় আকা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী এবং আল্লাহ পাক তাঁকে অসংখ্য মুজিযা দান করেছেন। এই মুজিযাসমূহের মধ্যে কখনো ক্ষুধার্তদের জন্য খাবার বেড়ে যাওয়া, তো কখনো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মৃতকেও জীবিত করে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। আসুন! আজ আমরা এমনই এক বিস্ময়কর মুজিযা সম্পর্কে শুনি।

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাজির হলেন, তখন মুস্তফার চেহারায় ক্ষুধার নিদর্শন দেখলেন। তিনি বাড়িতে এসে নিজের স্ত্রীকে বললেন: আমি মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারায় পরিবর্তন দেখেছি সম্ভবত ক্ষুধার কারণে, তো বাড়িতে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তাঁর স্ত্রী আরয করলেন: এই একটি ছাগল আছে আর সামান্য কিছু যব। যাই হোক ছাগল জবাই করা হলো, যব পিষে রুটি তৈরি করে ঝোলে ভিজিয়ে 'সারীদ' তৈরি করা হলো। হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সারীদের পাত্র প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে আসলেন এবং উপস্থাপন করলেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: জাবির! যাও অন্য সাহাবীদের ডেকে নিয়ে এসো। হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমি সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ডেকে নিয়ে আসলাম, তখন হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অল্প অল্প করে লোকদের খাওয়ার জন্য ভেতরে পাঠাতে থাকো। অতএব তেমনই করা হলো, যখন কয়েকজন ব্যক্তি খাবার খেয়ে বিদায় নিতেন তখন অন্যরা প্রবেশ করতেন। যখন সবাই খাওয়া শেষ করলেন তখন

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাগলের জমানো হাড়গুলোর উপর নিজের মুবারক হাত রেখে কিছু পাঠ করলেন, তো দেখতে দেখতেই ছাগল কান নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: নাও এই তোমার ছাগল নিয়ে নাও। হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমি ছাগল নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম, তখন স্ত্রী ছাগল দেখে বিস্ময়ের সাথে বললেন: একী! এই ছাগল ফিরে আসলো কীভাবে? আমি বললাম: আল্লাহর শপথ! এটিই ঐ ছাগল, যা আমরা জবাই করেছিলাম। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেছেন, তো আল্লাহ পাক একে আমাদের জন্য পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন।

(দেখুন: আল খাসায়িসুল কুবরা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১২)

প্রিয় বাচ্চারা! এই মুবারক ঘটনা থেকে আমাদের অনেক চমৎকার বিষয় শেখার রয়েছে:

✯ মানুষের উচিত নিজের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও বুযুর্গদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা যাতে কখনো তাঁদের খেদমতের সুযোগ পেলে এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

✯ মানুষের নিকট যদিও উপায়-উপকরণ কম হোক তবুও তার উচিত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্যের প্রেরণা হৃদয়ে অবশ্যই রাখা এবং সুযোগ অনুযায়ী বিপদগ্রস্তদের কাজে আসা।

✯ ঘরের কার্যাবলীতে একে অপরের সহযোগিতা করলে জীবনে সহজতা এবং ঘরে বরকত থাকে।

✯ মেহমানদারী এবং খাবার খাওয়ানো ইসলামের চমৎকার গুণাবলী, আমাদের উচিত খুশিমনে মেহমানদারী করা।

✯ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রিয় নবীকে খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁর সামান্যতম কষ্টও সহ্য করতে পারতেন না।

✯ হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, ক্ষুধা-পিপাসা বা যেকোনো ধরণের পেরেশানীর মুহূর্তে তাঁদের একা ছাড়তেন না বরং তাঁদের পেরেশানী দূর করে দিতেন।



মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: নামাযে কুমন্ত্রণা আসলে কী করা উচিত?

উত্তর: নামায শুরু করার আগে বাম কাঁধের দিকে তিনবার এমনভাবে থুতু নিক্ষেপ করুন যাতে থুতু না ছিটায় এবং আওয়াজও বড় না হয়, তারপর لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم পড়ে নিন। এছাড়া নামাযে যেখানে তাকানো মুস্তাহাব সেখানে দৃষ্টি রাখুন, যেমন; কিয়ামে সিজদার জায়গায়, রুকুতে পায়ের পাতার উপরের অংশে, সিজদায় নাকের দিকে, আত্তাহিয়াতে কোলের উপর। এভাবে اِنْ شَآءَ الله কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি অর্জিত হবে।

(মাদানী মুযাকারা, ১১ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিঃ)

হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام এর উপাধি

প্রশ্ন: হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর উপাধিগুলো বলে দিন।

উত্তর: হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপাধি 'খলীলুল্লাহ' এবং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর উপাধি 'যবীহুল্লাহ'। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর আকেটি উপাধি 'আবুল আম্বিয়া' এবং অতিথি পরায়ণ হওয়ার কারণে 'আবুদ দাইফান'ও রয়েছে, তবে 'খলীলুল্লাহ' উপাধিটি বেশি প্রসিদ্ধ।

(মাদানী মুযাকারা, ১৬ রমযানুল মুবারক ১৪৪১ হিঃ)

কুরবানী দাতার নেকীসমূহ

প্রশ্ন: কুরবানী দাতাকে কতটুকু নেকী দেওয়া হয়?

উত্তর: কুরবানী দাতাকে কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী দেওয়া হয়। (দেখুন: জামেয়ে তিরমিযী, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৬২, হাদীস: ১৪৯৮। মাদানী মুযাকারা, ১লা যিলহজ্জ শরীফ ১৪৪১ হিঃ)

কুরবানীর পশুকে চাদর পরানো কেমন?

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুকে কি চাদর পরালে সাওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ! কুরবানীর পশুকে সম্মানের নিয়তে সুন্দর চাদর পরালে সাওয়াব পাওয়া যাবে। যদি কোনো নিয়ত ছাড়াই চাদর পরানো হয়

অথবা পশুটি কুরবানীর না হয় তবুও তা জায়িয।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ই যিলহজ্জ শরীফ ১৪৪১ হিঃ)

হুইলচেয়ার মসজিদে আনা কেমন?

প্রশ্ন: কিছু লোক Wheelchair (অক্ষমদের চেয়ার) মসজিদে নিয়ে আসেন এবং ঐ Wheelchair বাইরেও চলাচল করে থাকে। এই বিষয়ে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর: যখন সুনিশ্চিত তথ্য থাকবে যে, এটি নাপাক পানি দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং পবিত্র করা হয়নি, তখন তা মসজিদে আনা যাবে না। যদি এতে কোনো ময়লা বা আবর্জনা দেখা যায়, যা দিয়ে মসজিদের মেঝে অপবিত্র হতে পারে তাহলে আনবেন না। যদি শুকনো হয় তবে তার ভিত্তি হলো রীতির উপর, যেমন; মানুষ হারমাইন শরীফাইনে Wheelchair নিয়ে যায় কারণ সেখানে এটি রীতি রয়েছে। যখন এটি পবিত্র হবে, তখন একে ধোয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না, কারণ অক্ষম ব্যক্তি Wheelchair কীভাবে ধুবে! নাপাক চাকা মসজিদে নববী শরীফের মেঝেতে চালানোর অনুমতি পাবে না। হ্যাঁ! যদি নাপাক না হয় এবং নাপাক হওয়ার তথ্যও না থাকে তবে তা পবিত্র। প্রশ্নকারী হয়তো হারমাইন শরীফাইনের দৃশ্য দেখে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কারণ আমাদের এখানে Wheelchair-এ সম্ভবত কাউকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় না, আমি কখনো কাউকে দেখিনি।

(দেখুন: মাদানী মুযাকারা, ৬ই রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিঃ)

ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত?

প্রশ্ন: ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত? যদি কেউ মন থেকে নিজের হক ক্ষমা না করে, তবে কি আমাদের ক্ষমা হয়ে যাবে?

উত্তর: যদি সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে কারো হক নষ্ট করা হয় এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয় আর সে ক্ষমা করে দেয় তবে ক্ষমা হয়ে যাবে। এখন তার মন চিরে দেখার প্রয়োজন নেই। আমরা অহেতুক এই কুমন্ত্রণা কেন লালন করব যে, সে মন থেকে ক্ষমা করেনি? হ্যাঁ, ক্ষমা এমনভাবে চাওয়া উচিত, যেভাবে ক্ষমা চাওয়ার হক রয়েছে। এমন নয় যে, তাকে আরও কষ্ট দিয়ে ক্ষমার দাবি করবো, যেমন: "ক্ষমা করবে কি করবে না?", "এখন কি তোমার পায়ে ধরতে হবে?" ইত্যাদি। যে সবার সামনে কাউকে অসম্মান করেছিল তার উচিত সবার সামনেই ক্ষমা চাওয়া। এমন নয় যে, কানে আলতো করে Sorry বলে দিল। যার কাছে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে তারও যেন অনুভব হয় যে, আমার কাছে সত্যিই ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ই মুহাররামুল হারাম ১৪৪০ হিঃ)

আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

প্রশ্ন: আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য কোন অযীফা বেশি পড়া উচিত?

উত্তর: পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া উচিত। আল্লাহর নৈকট্য লাভের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো মাধ্যম নেই। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাতে নামাযগুলো পড়ুন অতঃপর নফল পড়ে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করুন। যদি কোনো ব্যক্তি

ফরয নামায না পড়ে অথচ নফল পড়ে তবে ঐ নফল নৈকট্যের ওসিলা কীভাবে হবে! হাদীস পাকেও এ ধরণের ইরশাদ বিদ্যমান যে, বান্দা ফরযের পাশাপাশি নফল পড়তে থাকে, তবে সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করে।[১] সুতরাং কেবল ফরয নামাযই নয় বরং ফরয ইবাদতসমূহের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা; অর্থাৎ যার উপর রোযা ফরয, সে রোযা রাখে এবং যার উপর যাকাত ফরয, সে যাকাত আদায় করে ইত্যাদি। (মাদানী মুযাকারা, ১লা রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিঃ)

ঝর্ণার মাছ খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: কিছু এলাকায় বলা হয় যে, ঝর্ণার মাছ খাওয়া জায়িয নয়, তবে কি ঝর্ণার মাছ হালাল?

উত্তর: যে পানি প্রাকৃতিকভাবে জমিন ও পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয় তাকে ঝর্ণা বলা হয় এবং গুজরাটি ভাষায় একে 'ঝরড়া' বলে। যাই হোক ঝর্ণার মাছ হালাল, এটি খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। যারা ঝর্ণার মাছকে হারাম বলে তারা ভুল বুঝাবুঝি এবং তথ্যের অভাবে এমনটি বলেছে। (মাদানী মুযাকারা, ২৪শে যিলকদ শরীফ ১৪৪০ হিঃ)

---

১. হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। বান্দা কোনো জিনিসের মাধ্যমে আমার ততটা নৈকট্য পায় না, যতটা ফরযের মাধ্যমে পায়। আর বান্দা নফলের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য পেতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাকে আমার প্রিয় বানিয়ে নিই। আর যখন আমি তাকে আমার প্রিয় বানিয়ে নিই তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। যখন সে আমার কাছে কোনো কিছু চায় আমি তাকে তা দান করি এবং যখন সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি।
(দেখুন: সহীহ বুখারী, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৪৮, হাদীস: ৬৫০২)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) অমুসলিমের নিকট থেকে কুরবানীর পশু ক্রয় করার হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর নিকট থেকে কুরবানীর পশু ক্রয় করার হুকুম কী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়ার জন্য চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষদ্বয়ের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, কাফিরের সাথেও ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয। সুতরাং খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর নিকট থেকে কুরবানীর পশু ক্রয় করা শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয, যদি ঐ পশুটি কুরবানীর যোগ্য হয় এবং তাতে কুরবানী বিশুদ্ধ হওয়ার সমস্ত শর্ত বিদ্যমান থাকে। (বাদায়িউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৩৫। ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৪২১)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) মৃত ব্যক্তির কুরবানীর মাংস নিজে খাওয়া কি জায়িয?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, মানুষের মাঝে এই কথাটি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা কুরবানীর মাংস নিজে খাওয়া যায় না। শরীয়ত অনুযায়ী এই কথার বাস্তবতা কী, এটি কি সঠিক নাকি নয়?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা কুরবানী সাধারণত মৃত ব্যক্তির ইসালে সাওয়াবের জন্য হয়ে থাকে, এতে কুরবানী দাতার অধিকার থাকে যে, সে নিজেও খেতে পারে, অন্যদেরও খাওয়াতে পারে এবং ধনী-দরিদ্রের মাঝে বন্টনও করতে পারে। এতে শরীয়ত অনুযায়ী কোনো বাধা নেই। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুর, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৬৮। বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪৫)

অবশ্য যদি মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত অনুযায়ী কুরবানী করা হয়, তবে ঐ মাংস ফকিরদের মাঝে সদকা করা আবশ্যক, তা থেকে কুরবানিদাতা নিজেও খেতে পারবেন না এবং কোনো ধনীকেও খাওয়াতে পারবেন না। (ফাতাওয়ায়ে ফয়যুর রাসূল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৪। বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৪৫)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) জন্মগত ছোট লেজবিশিষ্ট খাসির কুরবানীর হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, যায়েদ কুরবানীর জন্য একটি খাসি ক্রয় করতে চায়। যায়েদের একটি সুন্দর খাসি পছন্দ হয়েছে। যেসব ত্রুটির কারণে কুরবানী হয় না, সেগুলো খাসিটির মধ্যে নেই, কিন্তু এই খাসিটির লেজ জন্মগতভাবেই ছোট। এই বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, খাসিটির লেজ কেটে যাওয়ার কারণে ছোট হয়নি, বরং জন্মগতভাবেই ছোট। এমন খাসি কুরবানী করা যাবে কি? শরীয়ত অনুযায়ী পথনির্দেশনা প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যে খাসির লেজ জন্মগতভাবেই ছোট, এমন খাসির কুরবানী জায়িয।

এই মাসআলার নিকটতম উদাহরণ হলো যে, ফুকাহায়ে কিরাম এমন ছাগল যার কান জন্মগতভাবে ছোট এবং একইভাবে এমন ভেড়া বা দুম্বা যার চর্বিযুক্ত লেজ জন্মগতভাবে ছোট, সেটির কুরবানীকে জায়িয বলেছেন। ফুকাহায়ে কিরাম এর কারণ এটি বর্ণনা করেছেন যে, যখন অঙ্গটি বিদ্যমান থাকে এবং বাহ্যিকভাবে তাতে কোনো খুঁত বা ত্রুটি তৈরি করা হয়নি, বরং সৃষ্টিগত অর্থাৎ জন্মগতভাবেই তার সাইজে ছোট বড় হয়েছে, তবে ঐ অঙ্গটি ছোট-বড়, মোটা-চিকন অথবা বেশি-কম মাংসল হওয়ার কারণে কুরবানীতে কোনো পার্থক্য বা বাধা হবে না এবং এমন পশুর কুরবানী হয়ে যাবে। সুতরাং জিজ্ঞাসিত অবস্থায় খাসির জন্মগত লেজ ছোট হলে তার কুরবানী জায়িয। (জাওহারাতুন নাইয়্যিরা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৫। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৭৯। ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) কুরবানীর দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর ছুটে যাওয়া কুরবানীর হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, সাহেবে নেসাব এবং মুক্বীম ব্যক্তি কুরবানী করেনি আর সে কুরবানীর জন্য কোনো পশুও ক্রয় করেনি। এখন কুরবানীর দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর তার জন্য হুকুম কী? ঐ সাহেবে নেসাব কি পশু ক্রয় করে সদকা করে দেবে নাকি তা জবাই করে তার মাংস সদকা করবে? কীভাবে সে দায়মুক্ত হবে? পথনির্দেশনা দিন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় ঐ সাহেবে নেসাব ব্যক্তির উপর গড়ে এমন একটি ছাগল যাতে কুরবানীর সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়, তা জীবিত সদকা করা অথবা তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। এছাড়া বিনা শরীয়ত সম্মত কারণে কুরবানী না করার গুনাহ থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করাও আবশ্যক। অবশ্য কুরবানীর কাযার ক্ষেত্রে এখন আর পশু জবাই করা যাবে না। (বাদায়িউস সানায়ে, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৮০। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৫৩১ থেকে ৫৩৩। ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ৩৬১। বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৮, ৩৩৯। ফাতাওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪৮)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৫) ঈদের নামাযের পর কিন্তু খুতবার আগে কুরবানী করার হুকুম?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, ঈদের নামায হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু খুতবার আগে কুরবানী করলে কি কুরবানী আদায় হয়ে যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শহরে কুরবানী সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো; ঈদের নামায পড়া হয়ে গেলে তখন করতে পারবে। কারণ মূল ঈদের নামায হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য। সুতরাং নামায হয়ে যাওয়ার পর খুতবার আগেই যদি কোনো ব্যক্তি কুরবানী করে দেয়, তবে এই অবস্থায় তার কুরবানী তো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু ঐ ব্যক্তি অনুত্তম কাজের অপরাধী হবে। (বাদায়িউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৭। দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৫২৭, ৫২৮। হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল মুখতার, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ১৪। বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৩৭)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৬) ওয়াজিব কুরবানীর মাংস দিয়ে যাকাত আদায়ের হুকুম

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, এক ব্যক্তি ওয়াজিব কুরবানী করল এবং তা থেকে যে মাংস পেলো তা যাকাত হিসেবে কোনো শরীয়তসম্মত ফকিরকে দিয়ে দিল, তবে কি যাকাত আদায় হবে? যেহেতু প্রতি কেজি মাংস ১২০০ টাকা, সুতরাং যদি ১০ কেজি মাংস শরীয়তসম্মত ফকিরকে দিয়ে দেয়, তবে কি এই ১২ হাজার টাকার মাংস যাকাত হিসেবে দেওয়া যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় কুরবানীর মাংস কোনো শরীয়তসম্মত ফকিরকে যাকাত হিসেবে দিলে যাকাত আদায় হবে না। ঈদ বা ওয়াজিব সদকার কুরবানী তো আগে থেকেই একটি ওয়াজিব দায়িত্ব, এর মাংস তো ঐ মালিকানা, যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়ে গেছে। এটি তো আল্লাহ পাকের দয়া যে তিনি কুরবানিদাতাকে তা খাওয়া ও ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু এই মাংস অন্য কোনো ওয়াজিব সদকা (যাকাত) আদায়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



ব্যবসার আহকাম

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) বিড়ালের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম এবং হাদীস পাকের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, বিড়ালের ক্রয়-বিক্রয় করা কেমন? আমরা শুনেছি যে, হাদীস পাকে বিড়ালের মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: বিড়ালের ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয, এতে শরীয়ত অনুযায়ী কোনো বাধা নেই। আর ঐসব হাদীসে মুবারকা যাতে বিড়ালের মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে মুহাদ্দিসীনে কিরাম কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন যা নিম্নরূপ:

প্রথম উত্তর: যে বিড়ালের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ তা হলো অকেজো বা ক্ষতিকর বিড়াল, যেমন; বন্য বিড়াল।

দ্বিতীয় উত্তর: এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, যখন বিড়ালকে নাপাক প্রাণী গণ্য করা হতো, পরবর্তীতে যখন তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার হুকুম দেওয়া হলো তখন তার মূল্য হালাল হয়ে গেল।

তৃতীয় উত্তর: এখানে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা তাহরীমি (হারাম) নয় বরং তানযীহি; অর্থাৎ এর বিক্রি করা জায়িয হলেও তা অনুচিত, এই প্রাণীটি এমনিতেই হেবা (দান) হিসেবে দিয়ে দেওয়া উচিত।

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن اكل الهرة وثمنها" অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিড়াল এবং তার মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮৫)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: "হয়তো কুকুর-বিড়াল বলতে অকেজো কুকুর-বিড়াল বুঝানো হয়েছে, যেমন; পাগলা কুকুর, বন্য বিড়াল যা বেঁধে রাখলেও ইঁদুর শিকার করতে পারে না এবং ছেড়ে দিলে পালিয়ে যায়। অথবা সাধারণভাবে কুকুর-বিড়াল বুঝানো হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞাটি তানযীহির জন্য, অর্থাৎ এগুলোর বিক্রি করা অনুচিত, এই প্রাণীগুলো এমনিতেই হেবা হিসেবে দিয়ে দেওয়া উচিত।"

(মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫৪)

সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখছেন: "কুকুর, বিড়াল, হাতি, চিতা, বাজ, ঈগল, চিল; এই সবগুলোর বেচা-কেনা জায়িয।" (বাহারে শরীয়ত, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮০৯)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) ব্লুটুথওয়ালা আয়না বিক্রি করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমরা কাঁচের ক্রয়-বিক্রয় করি, আজকাল মার্কেটে Bluetooth Mirror-ও বিক্রি হয় যা মোবাইল ফোনের সাথে Connect হয়ে যায়। এছাড়া এতে লাইট এবং অ্যান্টি ফগ (Anti Fog)-এর সুবিধাও থাকে। সাধারণত মানুষ গোসলের সময় ব্লুটুথ দিয়ে মিউজিক এবং অন্যান্য গুনাহে ভরা জিনিস শোনার জন্য ব্যবহার করে। এগুলো বিক্রি করা কি জায়িয?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় ক্রেতার Bluetooth Mirror ক্রয় করে তা গুনাহের কাজে ব্যবহার করা সুনিশ্চিত নয়। এর অন্যান্য জায়েয ব্যবহারও বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া ব্লুটুথ ব্যবহারকারীর জন্য মিউজিক ইত্যাদি ছাড়াও জায়িয কাজে এটি ব্যবহার করা সম্ভব। যেমন; কেউ আগত কোনো জরুরী ফোন কল এই স্পিকারের মাধ্যমে শুনতে পারে, যদিও শৌচাগারে কথা বলা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বিষয় কিন্তু এমনটি করা গুনাহ নয়।

সুতরাং এই আয়না বিক্রি করা তেমনই যেমন ছুরি-চাকু ইত্যাদি বিক্রি করা। ব্যবহারকারীর ওপর নির্ভর করে যে সে এটি জায়িয কাজে ব্যবহার করবে নাকি নাজায়িয কাজে। যেভাবে ব্যবহার করবে তার দায়ভারও তার উপর বর্তাবে।

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) কিস্তি দেরিতে দেওয়ায় জরিমানার শর্ত দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, যায়েদ নিজের কাছে কমিটি (কিস্তি/তহবিল) রাখতে চায়। সে সদস্যদের সময়মতো কিস্তি দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে লিখিতভাবে এই শর্ত রেখেছে যে, যদি কোনো সদস্য নির্ধারিত তারিখের (যেমন ১০ তারিখ) পর নিজের কিস্তি আদায় করে, তবে তাকে প্রতিদিনের হিসেবে দুইশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। সমস্ত সদস্যদের এই লেখার উপর স্বাক্ষরও করতে হবে। অবশ্য যায়েদের নিয়ত

হলো; সে বাস্তবে কারো থেকে জরিমানা নেবে না বরং এই শর্তটি শুধুমাত্র সদস্যদের সময়মতো কিস্তি আদায়ের উৎসাহ দেওয়ার জন্য লাগানো হয়েছে। এই ধরণের শর্ত লাগানো, যখন জরিমানা নেওয়ার কোনো ইচ্ছা না থাকে, তবে কি শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় কিস্তির সদস্যদের উপর দেরিতে টাকা জমা দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার শর্ত লাগানো জায়িয নয়, যদিও যায়েদের নিয়ত অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার না থাকে।

এই মাসআলার বিস্তারিত হলো যে, কিস্তির টাকা জমা প্রদানকারীর দুটি অবস্থা হয়ে থাকে:

(১) এক অবস্থা হলো; তার কিস্তি (টাকা) এখনও উঠেনি। এমন অবস্থায় দেরিতে জমা দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার শর্ত লাগানো 'আর্থিক জরিমানা', যা নাজায়িয ও হারাম।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা হলো; সে কিছু কিস্তি দিয়েছে এবং টাকা পেয়ে গেছে। এমন অবস্থায় সে যে অতিরিক্ত টাকা পেয়েছে তা তার উপর ঋণ। এখন যে কিস্তিগুলো সে পরিশোধ করছে তা মূলত নিজের ঋণ পরিশোধ করছে। এমন অবস্থায় দেরিতে কিস্তি জমা দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার শর্ত লাগানো 'সুদ', কারণ এটি ঋণের উপর শর্তযুক্ত অতিরিক্ত মুনাফা নেওয়া এবং সুদ হারাম ও গুনাহ।

এখন যেহেতু কিস্তি দেরিতে জমা প্রদানকারীর উপর অতিরিক্ত টাকার শর্ত লাগানোর ক্ষেত্রে সুদ এবং আর্থিক জরিমানা, উভয়টির সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং উভয়টিই শরীয়ত বিরোধী কাজ। সুতরাং যায়েদের এই ধরণের শর্ত লাগানো এবং বাকি ব্যক্তিদের এই শরীয়ত বিরোধী কাজ করার জন্য সম্মতি প্রকাশ করা হারাম কাজ, যদিও যায়েদের নিয়ত অতিরিক্ত অর্থ উসুল করার না থাকে।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ১০টি গুণাবলী

মাওলানা ওমর ফাইয়ায আত্তারী মাদানী

ইসলামী ইতিহাসে এমন কিছু মনিষী রয়েছেন যাঁদের জীবন কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে যায়। এই মহান মনিষীদের মধ্যে একটি নাম ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর। তিনি ইসলামের তৃতীয় খলিফা, জলীলুল কদর সাহাবী এবং ঐসকল সৌভাগ্যবান মনিষীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও তাঁর শত শত গুণাবলী রয়েছে, যা লেখনীর সীমাবদ্ধতায় আনা কঠিন, তবুও নির্বাচিত ১০টি গুণাবলী লক্ষ্য করুন:

(১) লজ্জাশীলতার মূর্ত প্রতীক:

"লজ্জা ও শরম" হলো হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র সত্তার উপমা ও পরিচয়। তিনি এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল, এমনকি ফেরেশতারাও তাঁকে দেখে লজ্জা পায়। যেমনটি হযরত আবু কিলাবাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের মধ্যে লজ্জাশীলতার বিচারে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী হলেন ওসমান। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ১৭, পৃষ্ঠা: ৭৭, হাদীস: ৩২৬৯১) অন্য একটি দীর্ঘ হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখে কেন লজ্জা পাবো না, যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়। (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০০৪, হাদীস: ৬২০৯) তাঁর লজ্জাশীলতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি গোসলখানায়ও লুঙ্গি পরিধান করে গোসল করতেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৬০, হাদীস: ৫৪৩)

(২) অতুলনীয় দানশীলতা:

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত দানবীর ও উদার ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানরা আর্থিক বিপদের সম্মুখীন ছিল, তখন তিনি উন্মুক্ত হৃদয়ে সাহায্য করেছেন। গযওয়ায়ে তাবুকের সময় তিনি ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া এবং ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন, অতঃপর পরে আরও ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। (মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৯৫) একইভাবে মদীনায় মুসলমানদের জন্য পানির অভাব দেখা দিলে তিনি "বী'রে রুমা" ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। সিদ্দীকী আমলে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জনাব ওসমান গণী খাদ্যদ্রব্য

বোঝাই এক হাজার উট মুসলমানদের জন্য সদকা করে দেন।

(৩) ইবাদতগুজার ও তাকওয়াঃ

ইবাদতগুজার এমন ছিল যে, দিনে নফল রোযা রাখতেন এবং রাতে শুধুমাত্র প্রথম ভাগে আরাম করতেন, অতঃপর উঠে সারারাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। (আয যুহদ লি ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠাঃ ১৫৬, নাম্বারঃ ৬৮৮) কুরআনের এমন আশিক ছিলেন যে, এক রাকাতেই কুরআন খতম করে নিতেন। (আল মু'জামুল কবীর, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৮৭, হাদীসঃ ১৩০) যে সময় তাঁকে শহীদ করা হয়, তখনও তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। (মু'জাম ইবনুল আরাবী, পৃষ্ঠাঃ ৩৭০) তাকওয়া এবং আখিরাতের চিন্তা এমন ছিল যে, আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং দুনিয়াতেই বারবার জান্নাতের মালিক রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যবান থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন খোদাভীতিতে এতটাই কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজে যেত।

(সুনানে তিরমিযী, খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ১৩৮, হাদীসঃ ২৩১৫)

(৪) জামেউল কুরআনঃ

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর একটি মহান কীর্তি হলো "কুরআন একত্রীকরণ এবং কুরআনের সুরক্ষা"; একারণেই তাঁকে "জামেউল কুরআন" বলা হয়। তাঁর মুবারক যুগে ইসলাম দূর-দূরান্তের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, বিভিন্ন গোত্র ও জাতির নিজেদের শৈলী ও উচ্চারণে কুরআন পড়ার কারণে একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল; হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুরআন মজীদের হেফাজত এবং উম্মতে মুসলিমাকে মতভেদ থেকে বাঁচাতে হযরত সিদ্দীক আকবরের সংগ্রহ করা কপি হযরত সায়্যিদা হাফসা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘর থেকে আনিয়ে তা থেকে কয়েকটি কপি তৈরি করান এবং সেগুলো ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেন। এভাবে পুরো উম্মতকে কুরআন মজীদের একটি কপিতে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। (দেখুনঃ সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৬১, হাদীসঃ ২৩৭৪) এই পদক্ষেপের বদৌলতে কুরআন আজ পর্যন্ত একটিই রূপে সংরক্ষিত রয়েছে। ইতিহাসের এই কপিটিকেই "মুসহাফে ওসমানী" নামে স্মরণ করা হয়।

(৫) যুন-নূরাইনঃ

এটি তাঁর এমন এক গুণ, যা তিনি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ পায়নি যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই কন্যা একে একে তাঁর বিবাহ বন্ধনে এসেছেন। তিনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে কোনো নবীর দুই কন্যা আসেননি। এই কারণেই তাঁকে যুন-নূরাইনও বলা হয়।

(৬) সৃষ্টির সেবাঃ

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ব্যক্তিত্ব "সৃষ্টির সেবার" ঐ উজ্জ্বল মিনার, যার উদাহরণ মানব ইতিহাসে মেলা দুষ্কর। যখন মুসলমানরা হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন তাঁদের পানির সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যেখানে এক ইহুদী অত্যন্ত চড়া দামে পানি বিক্রি করত;

তিনি ঐ 'রুমা' নামক কূপটি ৩৫ হাজার দিরহামে ক্রয় করে ওয়াকফ করে দেন। (মু'জামুল কবীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪১, হাদীস: ১২২৬) এছাড়া তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রতি জুমায় একজন করে গোলাম আযাদ করতেন; যদি কোনো জুমা বাদ যেত তবে পরবর্তী জুমায় দুইজন গোলাম আযাদ করতেন।

(তারিখে ইবনে আসাকির, খণ্ড: ৩৯, পৃষ্ঠা: ২৮)

(৭) ধৈর্য ও অবিচলতা:

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ধৈর্য ও অবিচলতাও ইসলামী ইতিহাসের একটি অতুলনীয় অধ্যায়। হযরত ওসমান গণীর চাচা হাকাম বিন আবিল আস ইসলাম কবুলের কারণে তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল এবং কঠোর নির্যাতন করে দ্বীন ইসলাম ছাড়ার কথা বলেছিল, তখন তিনি তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন: "আমি দ্বীন ইসলাম কখনো ছাড়ব না এবং কখনো এর থেকে আলাদা হব না।" (তারিখে ইবনে আসাকির, খণ্ড: ৩৯, পৃষ্ঠা: ২৬) তিনি প্রথমে হাবশার দিকে এবং পরে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করেন। নিজের ঘরবাড়ি, ধন-সম্পদ ও ব্যবসা, সব কিছু আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেওয়া এবং অচেনা এলাকায় অবস্থান করা তাঁর ধৈর্য ও সন্তুষ্টির জীবন্ত প্রমাণ ছিল। খেলাফতের শেষ দিনগুলোতে বিদ্রোহীরা মদীনা মুনাওয়ারা ঘেরাও করে ফেলেছিল। তাঁর নিকট শক্তি ছিল, উৎসর্গীকৃত সাহাবী এবং গোলামরা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, "আমি চাই না আমার কারণে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শহরে রক্তের একটি ফোঁটাও ঝরুক।" বিদ্রোহীরা তাঁর ঘরের পানি বন্ধ করে দিয়েছিল (ঐ ওসমান যিনি মদীনাবাসীর পানি পানের জন্য কূপ কিনে দিয়েছিলেন, আজ তিনি তৃষ্ণার্ত ছিলেন)। তিনি এই কষ্ট চুপচাপ ও ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন, এমনকি শহীদ হয়ে গেলেন।

(৮) সাদাসিধে জীবন:

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সাদাসিধে এবং বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। তিনি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। (দেখুন: মারিফাতুস সাহাবা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৯) খাবারের ক্ষেত্রে সাদাসিধে ভাব এমন ছিল যে, মানুষকে ধনীদের মতো খাবার খাওয়াতেন আর নিজের ঘরে গিয়ে সিরকা ও যয়তুন দ্বারা জীবন ধারণ করতেন।

(আয যুহদ লি-ইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা: ১৫৫, নাম্বার: ৬৮৪)

(৯) বিনয় ও নম্রতা:

খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনে কোনো প্রটোকল বা শাহী জাঁকজমক ছিল না। তাঁর খেলাফতের যুগে ইসলামী সম্রাজ্য ইরান থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর জীবনযাপনের পদ্ধতি সেটাই ছিল, যা মক্কার একজন সাধারণ মুসলমানের ছিল। তিনি প্রায় মসজিদে নববীর কাঁচা মেঝেতে বিশ্রাম নিতেন, যার কারণে তাঁর পাজরে কাঁকরের দাগ পড়ে যেত। অনেক সময় মাটির স্তূপকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন।

(১০) রুচিশীল স্বভাবের অধিকারীঃ

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জন্মগতভাবেই সত্যবাদী, আমানতদার এবং রুচিশীল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জাহেলিয়াতের যুগেও কখনো মদ্যপান করেননি, ব্যভিচারের কাছেও যাননি, কখনো চুরি করেননি, গান গাননি এবং কখনো মিথ্যা বলেননি। (আর রিয়াযুন নাদ্বারাহ, খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৩। তারিখে ইবনে আসাকির, খণ্ডঃ ৩৯, পৃষ্ঠাঃ ২৭, ২২৫)

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জীবনী আমাদের এই বার্তা দেয় যে, ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও বিনয়, তাকওয়া এবং সৃষ্টির খেদমত কখনো ছাড়া উচিত নয়। তিনি তাঁর পুরো জীবন ইসলামের খেদমতে এবং উম্মতের কল্যাণে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আজকের যুগে যখন সমাজ বিভিন্ন চারিত্রিক ও সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত, হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জীবন আমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হতে পারে। যদি আমরা তাঁর লজ্জা, দানশীলতা, ধৈর্য এবং ন্যায়বিচারের মতো গুণাবলী নিজেদের জীবনে গ্রহণ করি, তবে শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবনই সুন্দর হবে না বরং সমাজও শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের চারণভূমি হতে পারে।



অল্প বয়সী সাহাবায়ে কেরাম

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সায়েব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

মাওলানা ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী মাদানী

অল্প বয়সে যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্বদের আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়ার সম্মান অর্জিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সায়েব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আসুন! তাঁর ছোটবেলার সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়ে আমাদের অন্তরকে সাহাবায়ে কেরামের ভালবাসায় আলোকিত করি:

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

তাঁকে অল্প বয়সী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়েব বিন আবু সায়েব এর পুত্র এবং মক্কার ক্বারী। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম কবুল করেন। (তাবক্বাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪। সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪৭৭)

রেওয়ায়েতের সংখ্যা:

তাঁর থেকে ৭টি হাদীসে মুবারাকা বর্ণিত আছে। (খুলাসাতু তাযহীব তাহযীবুল কামাল, পৃষ্ঠা: ১৯৮)

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পেছনে ফজরের নামায পড়েছেন:

একটি রেওয়ায়েতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের মক্কা মুকাররামায় ফজরের নামায পড়িয়েছেন। সূরা মুমিনুন শুরু করেন, এমনকি যখন হযরত মূসা এবং হযরত হারুন অথবা হযরত ঈসার আলোচনা আসলো, তখন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাশি আসলো এবং তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রুকুতে চলে গেলেন। (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১৯০, হাদীস: ১০২২। মিশকাতুল মাসাবীহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৭৫, হাদীস: ৮৩৭)

বিখ্যাত মুফাসসির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন তিনি (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ফজরের নামাযে) ক্বিরাত দীর্ঘ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মাঝখানে কাশি চলে আসার কারণে রুকু করে নিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি ইমামের নামায চলাকালীন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার দরুন তিনি দীর্ঘ ক্বিরাত করতে না পারেন, তবে যেন রুকু করে নেন।

(দেখুন: মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৩)

ওফাত:

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৭০ হিজরীর পর মক্কা মুকাররামায় সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর শাহাদাতের পূর্বে ইন্তেকাল করেন। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৪৭। আল ইসতিআব ফী মারিফাতিল আসহাব, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৭)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা-হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন







মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

যুলহিজ্জাতুল হারাম ইসলামী বছরের দ্বাদশ মাস। এই মাসে যেসব সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে ইসলামের ইন্তেকাল বা ওরস রয়েছে, তাদের মধ্যে ১১৬ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ হিজরী থেকে ১৪৪৬ হিজরীর সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে। আরও ১৩ জনের পরিচিতি লক্ষ্য করুন:

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

☆ **মারজে রাহিত যুদ্ধের শহীদগণ:** যিলকদ ৬৪ হিজরীতে মারওয়ানী বাহিনী হযরত দ্বাহহাক বিন কায়েস ফিহরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। ২০ দিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। পরিশেষে ১৫ই যিলহজ্জ ৬৪ হিজরীতে মারওয়ানী বাহিনী জয়ী হয় এবং হযরত দ্বাহহাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম, যেমন; হযরত রবীআ বিন গায জুরাশী, হযরত যামাল বিন আমর আযরী এবং হযরত মা'ন বিন ইয়াযীদ সালমী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ প্রমুখের সাথে শহীদ হন। (উসদুল গাবাহ, ৩/৪৯, ২/২৫৬, ৩০৭। আল আসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, ৬/১৫১। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫/৭৫৭ থেকে ৭৬০)

(১) হযরত সা'দ বিন খাওলাহ কুরাশী আমেরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বনী আমের বিন লুয়াই গোত্রের সন্তান ছিলেন অথবা তাদের মিত্র ছিলেন এবং মূলত ফারসী (আজমী) ছিলেন। তিনি اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْن এর অন্তর্ভুক্ত, প্রাচীন মুসলমান, হাবশা ও মদীনার দিকে হিজরতকারী। বদর, ওহুদ, খন্দক এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ওফাত হজ্জাতুল বিদা (যিলহজ্জ ১০ হিজরী)-তে হয়। হযরত সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا তাঁর স্ত্রী ছিলেন। (আল ইসতিআব ফী মারিফাতিল আসহাব, ২/১৫৩। তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৩১১। মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুয়াইম, ২/৪০৬)

আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام:

(২) শায়খুস সূফীয়া হযরত আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন আতা রূযবারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ ওলীআল্লাহ হযরত আবু আলী রূযবারীর ভাগ্নে, ওলী, মুহাদ্দিস, ক্বারী, দ্বীনি আলেম এবং উচ্চমানের চরিত্র ও গুণের অধিকারী ছিলেন। ফক্বীরিতে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। তিনি

যিলহজ্জ ৩৬৯ হিজরীতে সূর (Tyre, Lebanon)-এ ইন্তকাল করেন।

(তাবকাতুস সূফীয়া, পৃষ্ঠা: ৩৭০)

(৩) নাওয়াবুল আউলিয়া হযরত পীর মাখদুম মূসা নওয়াব সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৫৮৪ হিজরীতে কোট করোর (জেলা লিয়া, পাঞ্জাব)-এ হয় এবং ২৫শে যিলহজ্জ ৬৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মাযার সরওয়াহী শরীফ, সানজারপুর, তাহসিল সাদিকাবাদ, জেলা রহিম ইয়ার খান-এ। তিনি শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী এর মুরিদ ও খলিফা এবং মাখদুম আব্দুর রশিদ হাক্কানীর ভাই।

(উইকিপিডিয়া, প্রবন্ধ: পীর মূসা নওয়াব)

(৪) কাসীরুল ফয়যান হযরত খাজা হাফিয আহমদ ইয়াসাবী নকশবন্দী কাশ্মীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওলীয়ে কামিল, কারামতের অধিকারী, অনেক মুরিদের পীর এবং নূর ও তাজাল্লির উৎস। ওফাত ৩রা যিলহজ্জ ১১১৪ হিজরী বা ১১১৬ হিজরীতে কাশ্মীরে হয়। (খাযীনাতুল আসফিয়া, ৩/২২৫)

(৫) হযরত খাজা নূর মুহাম্মদ মাহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৪ই রমযান ১১৪২ হিজরীতে বস্তি চোটালাহ, মাহার শরীফ, চিশতিয়ান (জেলা বাহাওয়ালনগর)-এ হয়। তিনি খারল বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি মাহার শরীফ, লাহোর ও দিল্লি থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেন। দিল্লিতে ফখরে জাহান মুহাব্বতে নবী হযরত খাজা ফখরুদ্দীন দেহলভী চিশতী নিযামী এর নিকট বায়আত ও খেলাফত লাভ করেন। মাহার শরীফে এসে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। খাজা সুলাইমান তাওনসাবী তাঁরই মুরিদ ও খলিফা। তাঁর ওফাত ৩রা যিলহজ্জ ১২০৫ হিজরীতে হয়। মুবারক মাযার মাহার শরীফে সাধারণ ও বিশিষ্টদের যিয়ারতগাহ।

(এনসাইক্লোপিডিয়া আউলিয়ায়ে কেরাম, ৪/৯৭ থেকে ১০১)

(৬) হযরত খাজা হাফিয দোস্ত মুহাম্মদ লিল্লাহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খানকায়ে লিল্লাহীর প্রতিষ্ঠাতা খাজা গোলাম নবী লিল্লাহীর সাহেবজাদা, হাফিযে কুরআন, দ্বীনি আলেম, আরেফ বিল্লাহ এবং শ্রদ্ধেয় পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। জন্ম ১২৬ হিজরী এবং ওফাত ১৮ই যিলহজ্জ ১৩১৮ হিজরীতে হয়। পিতার পাশে দাফন করা হয়।

(তাযকিরায়ে আকাবিরে আহলে সুন্নাত, পৃষ্ঠা: ১৩৯)

(৭) হযরত সখী ইব্রাহীম জিলানী ওজড়ীওয়ালা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হুযুর গাউছে আযমের বংশধর। তিনি অত্যন্ত দানশীল, উদার এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর নিকট আগত অভাবীরা খালি হাতে ফিরত না। তাঁকে গাঞ্জু পাহাড়ের বরও বলা হয়। তাঁর ওরস ৯ই যিলহজ্জ পালিত হয়। মাযার গাঞ্জু টক্কর পাহাড়, নূরায়ী শরীফ, হায়দারাবাদ, সিন্ধু প্রদেশে।

(তাযকিরা আউলিয়ায়ে সিন্ধু, পৃষ্ঠা: ৩২৫, ৩২৬)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:

(৮) ইমাম ও মুহাদ্দিস শায়খ আবু আব্দুল মালিক বকর বিন মুদ্বল মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১০০ হিজরী এবং ওফাত ৯ই যিলহজ্জ ১৭৪ হিজরীতে হয়। তিনি সাহাবী হযরত শুরাহবীল

বিন হাসানার গোলামদের মধ্য হতে ছিলেন। তিনি জ্ঞান ও আমলের সমন্বয়কারী, ইবাদতকারী, সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য এবং হুজ্জাত ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। (তাযকিরাতুল হুফফায লিয-যাহাবী, ১/১৭৬)

(৯) ইমাম আবু ইয়ামান হাকাম বিন নাফে হিমসী বুহরানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৩৮ হিজরী এবং ওফাত যিলহজ্জুল হারাম ২২২ হিজরীতে হিমস এ হয়। তিনি জলীলুল কদর হাদীসের ইমামদের নিকট শ্রবণ করে 'মুহাদ্দিসে কবীর'-এর পদে সমাসীন হন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম বুখারী, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মঈন এবং ইমাম ওসমান বিন দারেমীর মতো মুহাদ্দিসগণ অন্তর্ভুক্ত। (তারিখে কবীর লিল বুখারী, ২/৩২৮, ৩২৯। তাহযীবুল কামাল, ৩/৬৩ থেকে ৬৭। আসামী শিয়ুখুল বুখারী লিস-সাগানী, পৃষ্ঠা: ৯৯)

(১০) কুদওয়াতুল মুসলিমীন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন রাফে কুশাইরী নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৭০ হিজরীর পর হয় এবং দীর্ঘ হায়াত পেয়ে তাঁর ওফাত যিলহিজ্জাতুল হারাম ২৪৫ হিজরীতে হয়। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া জানাযার নামায পড়ান। তিনি ওস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, জলীলুল কদর এবং প্রভাবশালী ছিলেন। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন নঈম মাদানী ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি কুরআনে পাক তিলাওয়াত করছেন।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/১৬৬ থেকে ১৬৮)

(১১) জালালুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন, হযরত আল্লামা আবু মুহাম্মদ ওমর বিন মুহাম্মদ খাব্বাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় ফকীহ, উসূল ও ফুরুর সমন্বয়কারী, ইবাদতকারী ও পরহেযগার এবং আরেফ বিল্লাহ ছিলেন। তিনি দামেস্কের মাদরাসাতুল খাতুনিইয়ায় ২৫শে যিলহজ্জ ৬৯১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে 'আল মুগনী ফী উসূলিল ফিকহ' প্রসিদ্ধ। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৫২/১১৫। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/২২০)

(১২) শায়খ মুহাম্মদ ফাযেল শহীদ গুজরাটি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম আনুমানিক ১০৮৪ হিজরীতে একটি ইলমী পরিবারে হয়। তিনি আলিমে কবীর, শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, ইসলামী কবি এবং কিতাবের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন। তাঁর শাহাদাত ২৪ বা ২৫শে যিলহজ্জ ১১২৯ হিজরীতে হয়। দাফন মাসজিদ বিবি জি, আহমেদাবাদ, গুজরাট, ভারতে করা হয়। ছয়টি কিতাবের মধ্যে 'মা'দানুল ফাযায়েল ফী শারহিশ শামায়েলিত তিরমিযী' গুরুত্বপূর্ণ।

(মা'দানুল ফাযায়েল, পৃষ্ঠা: ২৫ থেকে ২৮)

(১৩) ফাযেলে বেরলভী শরীফ ওস্তাযুল ওলামা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৩৪০ হিজরীতে লাঙ্গারানা চক (মুহাম্মদী শরীফের নিকটবর্তী, জেলা ঝং)-এ হয় এবং ওফাত ২৫শে যিলহিজ্জাতুল হারাম ১৩৯৩ হিজরীতে সিয়াল শরীফে (জেলা সরগোধা) হয়। তিনি দরসে নিযামীর ওস্তায, শায়খুল ইসলাম খাজা কমরুদ্দীন সিয়ালভীর মুরিদ এবং মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তানের ছাত্র ছিলেন।

(তাযকিরা আকাবিরে আহলে সুন্নাত, পৃষ্ঠা: ২৭০)

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল



মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করা

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমার স্ত্রী সাহেবে নেসাব হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করছে না। আমি তাকে বুঝিয়েছি কিন্তু সে মানছে না। আমি তাকে বললাম যে, ঠিক আছে আমি তোমার পক্ষ থেকে কুরবানী করে দেব। সে এতেও রাজি হচ্ছে না, কারণ আমাকে আগে থেকেই অনেক মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এজন্য সে আমাকে নিষেধ করছে। আমার ইচ্ছা হলো স্ত্রীকে না জানিয়েই তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে দেব। যদি আমি এমনটি করি তবে কি আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় হবে কিনা?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

অন্য কারো পক্ষ থেকে কুরবানী করার জন্য ঐ ব্যক্তির অনুমতি জরুরী, এই অনুমতি স্পষ্টভাবে হোক অথবা কৌশলি (অর্থাৎ Under stood) হোক। যদি কারো পক্ষ থেকে স্পষ্ট অস্বীকার থাকে তবে কুরবানী হবে না। সুতরাং জিজ্ঞাসিত অবস্থায়ও আপনার স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বা কৌশলি অনুমতি নেই, বরং স্পষ্ট শব্দে নিষেধ করছে; এজন্য স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানী করা অবস্থায় স্ত্রীর ওয়াজিব আদায় হবে না। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩০২। রদ্দুল মুহতার, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৫২৪। ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ৪৫৩। বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৫০। বিচিত্র ঘোড়ার আরোহী, পৃষ্ঠা: ৯)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) বিশেষ দিনগুলোতে ইহরামের নিয়ত এবং হজ্বের অন্যান্য আহকামের মাসআলা

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, এক নারী হজ্বে তামাত্তুর

জন্য আসলো, ওমরা করে ইহরাম খুলে ফেলেছিলো, আটই যিলহজ্জ ঐ নারীর মাসিক শুরু হয়ে গেছে। তবে কি সে এই মাসিক অবস্থায়ই হজ্বের ইহরামের নিয়ত করে মিনা, আরাফাত ইত্যাদি স্থানে যেতে পারবেন? শরীয়ত অনুযায়ী পথনির্দেশনা দিন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

হজ্বের ইহরাম বাঁধার সময় নারী ঋতুবতী হয়ে গেলে তিনিও অন্যান্য হাজীদের মতো হজ্বের ইহরামের নিয়ত করে মিনায় রওয়ানা হবে। সুন্নাত হলো সাধারণ হাজীদের মতো পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করে তারপর নিয়ত করা। যদিও আসল গোসল তো তাকে পবিত্র হওয়ার সময় করতে হবে। এই নারী তাওয়াফে যিয়ারত ব্যতীত হজ্বের সমস্ত কাজ আদায় করবে। তাওয়াফে যিয়ারত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করবে। **(তানভীরুল আবসার মাতন দুররে মুখতার, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৬৩০। হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল মুখতার, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫১৩। ফাতাওয়া ফকীহে মিল্লাত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৫৭)**

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



মেয়েদের মাঝে প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রশিক্ষণ

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

শৈশবে সন্তান ঐ মোমের ন্যায় হয়, যাকে প্রতিটি ছাঁচে ঢালা যায়, এইজন্য সন্তানের প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম এবং সোনালী সময় হলো তাদের শৈশব। বিশেষ করে মেয়েরা, যারা কেবল নিজেদের একাকী সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাদের সাথে অনেকগুলো জীবন জুড়ে থাকে, একটি মেয়ের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ হলে তবেই সে একটি শ্রেষ্ঠ সমাজ গঠনের মাধ্যম হবে।

মেয়েদের প্রশিক্ষণে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তার মধ্যে প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রশিক্ষণও অন্যতম।

সবার আগে তো আপনার মেয়েদের শেখান যে, প্রতিবেশীরা ঐ নিকটতম মানুষ যাদের সাথে দৈনন্দিন জীবনে মেলামেশা হয় এবং তাদের হকসমূহ (যেমন অসুস্থতায় সেবা, সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ) ইসলাম এবং সামাজিক মূল্যবোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েকে জানান যে, এই নির্দেশ আমরা আমাদের পাক পরওয়ারদিগারের দরবার থেকে পেয়েছি।

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাঁর শরীক কাউকে দাঁড় করাবেনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়স্বজনগণ, এতিমমগণ, অভাবগ্রস্থগণ, নিকট প্রতিবেশীগণ, দূর প্রতিবেশীগণ, করটের সঙ্গী, পথচারী এবং স্বীয় দাস-দাসীদের সাথেও। নিশ্চয়ই আল্লাহর পছন্দ হয়না কোন দাম্বিক, আত্ম-গৌরবকারী।

(পারা: ৫, সূরা নিসা: ৩৬)

এই আয়াতে মুকাদ্দাসার অধীনে 'তাফসীরাতে আহমদীয়া'-তে রয়েছে যে, নিকট প্রতিবেশী বলতে তাকে বোঝায়, যার ঘর নিজের ঘরের সাথে লাগোনো এবং দূর প্রতিবেশী বলতে তাকে বোঝায় যে, মহল্লাবাসী কিন্তু তার ঘর নিজের ঘরের সাথে লাগোনো নয়; অথবা যে প্রতিবেশীও আবার আত্মীয়ও, সে নিকট প্রতিবেশী এবং যে কেবল প্রতিবেশী কিন্তু আত্মীয় নয়, সে দূর প্রতিবেশী; অথবা যে প্রতিবেশী এবং মুসলমান, সে নিকট প্রতিবেশী এবং যে কেবল প্রতিবেশী কিন্তু মুসলমান নয়, সে দূর প্রতিবেশী। (দেখুন: তাফসীরাতে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা: ২৭৫, সূরা নিসা, ৩৬ নং আয়াতের পাদটীকা)

প্রতিবেশীর হকসমূহ:

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীই প্রতিবেশীর হকসমূহ স্পষ্ট করে দেয়। তিনি ইরশাদ করেন: তোমাদের কি জানা আছে প্রতিবেশীর হক কী? (অতঃপর নিজেই ইরশাদ করলেন:) যখন সে তোমার কাছে সাহায্য চায় সাহায্য করো, যখন ঋণ চায় তাকে ঋণ দাও, যখন সে অভাবী হয় তখন তাকে দান করো, যখন সে অসুস্থ হয় তখন তাকে দেখতে যাও, যখন সে কল্যাণ লাভ করে তখন তাকে মুবারকবাদ দাও, যখন তার উপর বিপদ আসে তখন সমবেদনা প্রকাশ করো, যদি মারা যায় তবে জানাযার সাথে যাও, তার অনুমতি ব্যতীত নিজের দালান উঁচু করো না, যাতে তার বাতাস বন্ধ হয়ে যায়, নিজের হাঁড়ির সুঘ্রাণ দিয়ে তাকে কষ্ট দিয়ো না, তবে তা থেকে তাকেও কিছুটা দাও, ফল কিনলে তার কাছেও উপহার পাঠাও, আর যদি উপহার দিতে না পারো তবে তা লুকিয়ে ঘরে নিয়ে এসো এবং তোমার সন্তানরা যেন তা নিয়ে বাইরে বের না হয়, কারণ প্রতিবেশীর বাচ্চাদের কষ্ট হবে। তোমাদের কি জানা আছে প্রতিবেশীর হক কী? ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিবেশীর হক আদায়কারী সংখ্যায় অল্প, তারাই যাদের উপর আল্লাহর মেহেরবানি রয়েছে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিবেশীদের বিষয়ে ক্রমাগত অসিয়ত করতে থাকলেন এমনকি মানুষ ধারণা করল যে, প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন। অতঃপর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: প্রতিবেশী তিন প্রকারের; কারো তিনটি হক, কারো দুটি এবং কারো একটি হক রয়েছে। যে প্রতিবেশী মুসলিম এবং আত্মীয়, তার ৩টি হক; প্রতিবেশিত্বের হক, ইসলামের হক এবং আত্মীয়তার হক। মুসলিম প্রতিবেশীর দুটি হক; প্রতিবেশীত্বের হক এবং ইসলামের হক। আর কাফির প্রতিবেশীর কেবল একটি হক, প্রতিবেশিত্বের হক।

(দেখুন: শুআবুল ঈমান, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৮৩, ৮৪, হাদীস: ৯৫৬০)

মেয়েদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রশিক্ষণ অবশ্যই দেবেন:

✯ মেয়েকে শেখান যে, যখনই ঘরে কোনো ভালো জিনিস বা খাবার রান্না হবে, তা থেকে প্রতিবেশীদের অংশ অবশ্যই রাখবে, যদিও ঐ জিনিসটি সামান্যই হোক; এই কাজ পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি করে এবং হিংসা ও বিদ্বেষের ন্যায় আবেগ মিটিয়ে দেয়।

✯ মেয়েদের এই বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিন যে, তারা যেন প্রতিবেশীদের সুখ ও দুঃখ উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকে। যদি প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনো নারী বা শিশু অসুস্থ হয় তবে তাদের দেখতে যাওয়া এবং কোনো পেরেশানি থাকলে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা একটি শ্রেষ্ঠ ইসলামী গুণ যা মেয়ের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে।

✯ মেয়েকে শেখান যে, প্রতিবেশীর সম্মান এবং গোপনীয়তা হিফাযত করা তার যিম্মাদারী, যাতে সমাজে আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়। প্রতিবেশীদের ঘরের অভ্যন্তরীণ বিষয় বা তাদের

খুঁত খুঁজে বেড়ানো যাবে না এবং তাদের গীবত করা যাবে না।

✯ প্রতিবেশীকে কথা বা কাজের মাধ্যমে কষ্ট না দেওয়া ঈমানের নিদর্শন। মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিন, সে যেন এমন কথা বা কাজ থেকে বেঁচে থাকে, যাতে প্রতিবেশীদের কষ্ট হয়; যেমন; ঘরের ময়লা তাদের দরজার সামনে ফেলা, উচ্চস্বরে কথা বলা বা তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় (Privacy) বিঘ্ন ঘটানো।

✯ মেয়েদের শৈশব থেকেই এই অভ্যাস গড়ে তুলুন যে, যখনই সে কোনো প্রতিবেশীনির সাথে দেখা করবে, যদিও তিনি বয়সে বড় হোন বা ছোট, সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে সে যেন অগ্রগামী হয়। চেহারায় মুচকি হাসি এবং বাচনভঙ্গিতে নম্রতা রেখে কথা বলা সদকা, আর এই আচরণ প্রতিবেশীদের মাঝে তার সম্মান ও ভালবাসাকে সুদৃঢ় করে।

✯ প্রতিবেশীর ছোট বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ ও নম্রতা প্রদর্শনের মানসিকতা প্রদান করুন।

✯ সাধারণত প্রতিবেশীদের মধ্যে ছোটখাটো জিনিস (যেমন; লবণ, চিনি বা থালাবাসন) আদান-প্রদান হয়ে থাকে। মেয়েকে শেখান যদি কোনো প্রতিবেশী কিছু চাইতে আসে তবে যেন সে সংকীর্ণমনা না হয় বরং হাসিমুখে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। তাকে এটিও বোঝান যে, যদি কারো কাছ থেকে কোনো কিছু ধার নেয় তবে তা সময়মতো এবং ভালো অবস্থায় ফেরত দেয়।

✯ একজন দায়িত্বশীলা মেয়ের এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, তার ঘর থেকে আসা আওয়াজ যেন প্রতিবেশীদের আরামে বিঘ্ন না ঘটায়। বিশেষ করে ঘুমের সময়, অসুস্থতার সময় বা পরীক্ষার দিনগুলোতে শোরগোল না করা এবং টিভি ইত্যাদির আওয়াজ নিচু রাখা প্রতিবেশীর মৌলিক হকের অন্তর্ভুক্ত।

✯ প্রশিক্ষণের সবচেয়ে কঠিন কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ দিক হলো যে, যদি কোনো প্রতিবেশীনির আচরণ অশোভন হয়, তবে মেয়েকে ধৈর্য ও সহনশীলতা শেখানো। তাকে বোঝানো যে, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মন্দের জবাব নীরবতা বা নেকী দিয়ে দিলে শত্রুও বন্ধু হয়ে যায়।

✯ বাবা-মা নিজেরা প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন, কারণ বাচ্চারা উপদেশের চেয়ে আমল দেখে বেশি শেখে। মাঝেমধ্যে মেয়ের হাতে প্রতিবেশীদের ঘরে খাবার বা উপহার পাঠান যাতে তার দ্বিধা দূর হয়। সপ্তাহে একবার তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, আজ সে তার প্রতিবেশীদের জন্য কী ভালো কাজ করেছে।

✯ উত্তম দ্বীনি প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর মাদানী মুযাকারা দেখতে থাকুন। এই বিষয়টিও নজরে থাকা উচিত যে, প্রতিবেশীদের হক এবং সদ্ব্যবহারের সমস্ত আহকামের পাশাপাশি নামুহরিম থেকে পর্দাও রয়েছে; মেয়েদের প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রশিক্ষণে এটি অবশ্যই শেখান যে, তারা যেন প্রতিবেশী নারীদের সাথেই সম্পর্কিত থাকে।

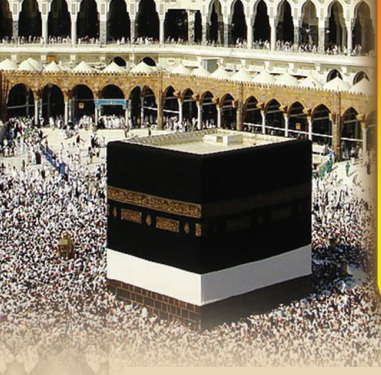

যুলহিজ্জাতুল হারামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা



তারিখ/মাস/সন	নাম/ঘটনা	বিস্তারিত তথ্যের জন্য পড়ুন
৪ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪০১ হিজরী	খলিফায়ে আলা হযরত, হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮, ১৪৩৯ হিজরী এবং "সায়্যিদী কুতবে মদীনা"
৭ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১১৪ হিজরী	তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ হিজরী এবং "ফয়যানে ইমাম বাকের"
১১ যুলহিজ্জাতুল হারাম ৯২১ হিজরী	হযরত আল্লামা শেখ বাহাউদ্দীন আনসারী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ হিজরী
১৪ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৩৭০ হিজরী	আমীরে আহলে সুন্নাতের শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হাজী আব্দুর রহমান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ হিজরী এবং "আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিচিতি"
১৮ যুলহিজ্জাতুল হারাম ৩৫ হিজরী	মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত ওসমানে গণি যুন নূরাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহাদাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ থেকে ১৪৪৫ হিজরী এবং "ওসমান গণির কারামত"
১৮ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১২৯৬ হিজরী	আলা হযরতের মুরশিদ, হযরত আল্লামা শাহ আলে রাসূল মারহারাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ হিজরী এবং "শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া, পৃষ্ঠা ১১৬"
১৯ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৩৬৭ হিজরী	খলিফায়ে আলা হযরত, হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮, ১৪৩৯ হিজরী এবং "তাযকিরায়ে সদরুল আফাযিল"
২০, ২১, ২২ যুলহিজ্জাতুল হারাম	হযরত সৈয়দ আব্দুল্লাহ শাহ গাজী হাসানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরস মুবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ হিজরী
২৭ যুলহিজ্জাতুল হারাম ৩৩৪ হিজরী	ইমাম আবু বকর জাফর বিন ইউনুস শিবলী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৮ হিজরী
যুলহিজ্জাতুল হারাম ৬ হিজরী	হযরত বিবি উম্মে রুমান رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৯ এবং ১৪৪০ হিজরী

আল্লাহ পাকের তাঁদের উপর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর সংখ্যাগুলো দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করে পড়ুন এবং অন্যদেরও শেয়ার করুন।

Whatsapp -এ মাকতাবাতুল মদীনার সকল আপডেটকৃত পোস্ট ও ভিডিও পেতে QR code স্ক্যান করুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Maktaba Tul Madina Bangladesh